দুর্গাভক্তি মনোদাসিনী নাটক

অর্থাৎ

হিন্দুদিগের দেব দেবী যে এক ব্রহ্মের ভিন্ন রূপ কল্পিত
তাহারা সকল যে এক তাহা ইংরাজী ক্ষেত্রতত্ত্ব ও
হিন্দুশাস্ত্র দ্বারায় প্রমাণ করিয়া মনকে ধর্ম্মপথে যাই-
বার উপদেশ ও দুর্গা যে নিরাকার জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম
তাহা বিবিধ প্রমাণ দ্বারা এই নাটকে বর্ণিত হইল।

আশাম দেশস্থ বরপেটার মুনসেফ

শ্রীদ্বারকানাথ ঘোষ প্রণীত।

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED

BY

BABU BHUVANA CHANDRA VASÁKA

At the Sangbáda Jnánaratnákara Press.

No. 8. Nimtollah Ghaut Street.

1869.
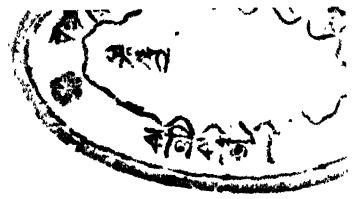
বিজ্ঞাপন।

গুণজ্ঞবিজ্ঞ সন্নিধানে বিনতি পূর্ব্বক নিবেদন এইক্ষণ-কার বহুতর অন্যধর্ম্মিদিগের কুসংস্কার আছে যে হিন্দুদিগের অসংখ্য ছোট বড় দেব দেবী সেই হেতু হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা ও রহস্য করিয়া থাকেন কিন্তু সকল দেব দেবী এক পরব্রহ্মের বহুরূপমাত্র তাহা হিন্দুশাস্ত্র ও ইংরাজি ক্ষেত্রতত্ত্বদ্বারা তা-হারা সকলি যে এক তাহা প্রমাণ করিয়া এই ক্ষুদ্র নাট-কের মধ্যভাগে সংক্ষেপে বর্ণন করা হইল।

দ্বিতীয়। এইক্ষণকার লোকদিগের মন পঞ্চম বর্ষের বালকের ন্যায় ব্রহ্মা সাংসারিক সুখে মগ্ন হইয়া বিবিধ প্রকার কুকর্ম্মে রত থাকিয়া অন্তঃকালে কি গতি হইবেক তাহা কিছু মাত্র বিবেচনা না করিয়া মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা, জাল, ছল, পরদার, পরনিন্দা ইত্যাদি কুকর্ম্মে রত হইয়া থাকে তাহা নিবারণ করা এই নাটকের উদ্দেশ্য॥

তৃতীয়। সকল ব্যক্তি সত্য পথে থাকা ও সর্ব্বদা ত্রাণ হইবার চেষ্টা করা এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য।

চতুর্থ। দুর্গাকে মার্সমন সাহেব ব্রিফ সারভে নামক ইংরাজী ইতিহাসে আফেরিকা দেশীয় বিখ্যাত যোদ্ধা সেমি-রামিজের রাণী বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন কিন্তু তিনি যে সা-মান্য রাণী নয় অর্থাৎ নিরাকার জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম তাহা বিবিধ প্রমাণ দ্বারা এই ক্ষুদ্র নাটকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল। আমি অর্থ লোভে এই ক্ষুদ্র নাটক রচনা করি নাই ভ্রান্তি দূর করিবার কারণ বিনা মূল্যে সকল হিন্দু মহাশয়দি-গকে বিতরণ করিবার কারণ মুদ্রিত করিলাম যেহেতু অন্য ধর্ম্মিদিগের রহস্য ও ধর্ম্মিক এবং তাহারদিগের বালকেরা স্বীয় অমূল্য রত্ন হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ না করেন এই আমার প্রার্থনা॥

শ্রী দ্বারকানাথ ঘোষ।
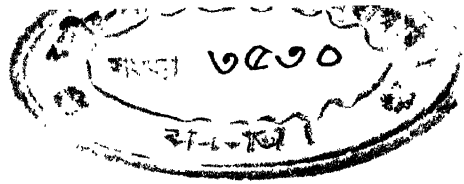
দুর্গাভক্তি মনোদাসিনী নাটক।

জীব উদাসীন হইয়া নিজ মনকে ধর্ম্মপথে উপদেশ দিতেছেন। মন পঞ্চম বৎসর শিশু সন্তানের ন্যায় বৃথা আমোদে রত হইয়া পরকাল নষ্ট করিতে চাহে।

চৌপদী।

হিত বাক্যে কর দ্বেষ, নাহি লহ উপদেশ.
কর দুঃখ অবশেষ, একি ঘোর দায় রে।
তুমি ক্ষীণ বোধ হীন, স্বভাবেতে সদা দীন,
বিফলে সুখের দিন, যায় যায় যায় রে॥
না করিলে নিজ কর্ম্ম, সম বোধ ধর্ম্মাধর্ম্ম,
না বুঝিলে সার মর্ম্ম, হায় হায় হায় রে।
কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর,
যত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় রে॥
আত্মার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্ম কই কায় রে।
ইন্দ্রিয় যাহার বশ, ছোটে যশ দিক্ দশ,
পরম পীযূষ রস, সুখে সেই খায় রে॥

নিজ নাভি পদ্মগন্ধে, মৃগ কুল ঘোর দ্বন্দ্বে,
যেমন মনের ধন্দে, নানাদিগে ধায় রে।
সেই রূপ অনুদেশ, করে যত্ন তাহে দ্বেষ,
ভ্রমিতেছে দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে॥
কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন ভ্রম,
করিছ যে পরাক্রম, ফল নাই তায় রে।
আর কেন কর হেলা, ভাঙ্গিল দেহের খেলা,
অতএব এই বেলা ভাবহ উপায় রে॥
সংসার চিন্তার হাট, দেখিতে সুন্দর ঠাট,
নর্ত্তকের ঘোর নাট, সদাই নাচায় রে।
ঠাট নাট বুঝে যারা, নাচে নাহি হয় সারা,
পুতুল নাচায় তারা, পুতুল নাচায় রে॥
এ ব্রহ্মাণ্ড যার ভাণ্ড, কে বুঝে তাহার কাণ্ড,
হাটেতে ভাঙ্গিয়া ভাণ্ড, কি খেলা খেলায় রে।
বিস ভাবে মকরন্দ, বিষয়ে করিছ দ্বন্দ্ব,
দীপ ধারী নিজে অন্ধ, দেখিতে না পায় রে॥
না জানিয়া আপনার, আপন ভাবিছ যার,
জান না যে এ সংসার, শত্রু পায় পায় রে।
অতি খল অবিমল, মহাবল রিপুদল,
দিবে শেষ রসাতল, ছল যদি পায় রে॥
কার বলে তুমি বল, কার বলে কর বল,
বিশ্বাস কি আছে বল, মেঘের ছায়ায় রে।
না রহিলে নিজ পদে, ঢুলিলে অজ্ঞান মদে,
ডুবিলে পাপের হ্রদে, ভুলিলে মায়ায় রে॥

আমি যাহা ভাল কই, তুমি তাহা কর কই,
মিছামিছি হই হই, শেল লাগে গায় রে।
গায়ের জ্বালায় জ্বলি, ডাক ছেড়ে তাই বলি,
ভাই ভাই দলাদলি, তোমায় আমায় রে॥
আমি বলি ঘরে চল, বনে যাই তুমি বল,
শিখালে এমন ছল, বল কে তোমায় রে।
আমার বচন লও, আমার নিকটে রও,
নিরুপায় কেন হও, থাকিতে উপায় রে॥
যত্ন করি প্রাণপণে, সুখ ফল অন্বেষণে,
বিষয় বাসনা বনে, ভ্রমিছ বৃথায় রে।
ভয়ানক এই বন, সঙ্গে নাই লোক জন,
ফিরে যাই ওরে মন, আয় আয় আয় রে॥

মন। শুন, ওহে উদাসীন, উপদেশ দেও কেন মোরে অকারণ। শ্রবণ করিব না আমি, ও যুক্তি হইবে যাহা স্বদেশে যাইবার কারণ।

উদাসীন। মম অবোধ মন তোমার সহিত আমার বৃথা বাক্যে না আছে প্রয়োজন। দোষ নাই তোমার কিছু সকলি আমার অদৃষ্টের লিখন। যাই আমি করি আমার হর্ত্তা কর্ত্তা পরমাত্মা দুর্গার শ্রীচরণ। যে লইবে আমার স্বদেশে তাহার শরণাগত। তোমার সহিত করিব আমি কেন বারম্বার যাতায়াত।

দুর্গা মা আমি ভেবে ছিলাম ভবে মোর ঘটবে কালী
উদাসীন ক্রন্দন করিতেছেন।

মা আমার সে ভাবেতে পড়ে কালি। ঘুচিল না আর

সে কালী। এইক্ষণে ভেবে হলেম কালি কালি কালী বিনে না যায় কালি। উদাসীনের এই বুলি সে পায় যেন চরণ কালী। যাতে ঘুচবে তার মনের কালি শমন আলে দিবে বলি॥

হে পরম করুণাময়ী দুর্গা। মা আমি তোমাকে কায় মনোবাক্যে প্রণিপাত করিতেছি, আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হও তুমি শিবময় পরম শিব হরি, হর, শ্রীরাম, লক্ষ্মী; সরস্বতী, কালী, জগন্নাথ ও নবগ্রহ আদি সকল সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-কারিণী ও কর্ত্তা উপমা অভাব। আমি একটি সামান্য জীব, আমি যেন তোমার করুণায় বঞ্চিত না হই। আমার প্রতি তোমার বিশেষ কৃপা দৃষ্টি হইলে তোমার অপার মহিমার কিছুই হ্রাসতা হইবে না। মা তুমি ব্যতীত আমার আত্ম বলিতে ত্রিসংসারে আর কেহই নাই। আমি যখন তোমার ইচ্ছা বিরুদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিয়াও তোমার প্রদত্ত বিবিধ প্রকার সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি মা তখন তোমাকে আত্ম না বলিয়া আর কাহাকে আত্ম জ্ঞান করিব॥

হে পরম কৃপাময়ি! হে পরমাত্মন! ত্রিসংসারে আত্ম কই তোমার মতন॥ আত্ম কৃত পাপে মগ্ন রয়েছি সদাই। আত্ম দোষে আপনিই মজিতেছি তাই॥ নিশ্চয় জেনেছি তবু তুমিই আমার। কর্ম্ম দোষে আমি কিন্তু না হই তোমা-র॥ তোমার হইলে আমি, হয় কি এমন। তব ইচ্ছা বিরুদ্ধে কি, কর্ম্ম করে মন॥ তুমি হে জীবের গতি, জীবনে মরণে। শিব দান কর তুমি, সদা জীব গণে॥ তোমার কৃপায় বেঁচে রয়েছি এখন। তোমা বিনে দেখি নাই মুক্তির কারণ॥

সকলি পেতেছি মা থেকে ধরাতলে। রক্ষাকারী মুক্তিপ্রদ দেবতারা বলে॥ চারিদিকে ঘিরিয়াছে মায়ার আঁধার। হিতাহিত বিবেচনা হোয়েছে নিস্তার॥ জ্ঞান হীনে জ্ঞানা-লোক করিয়া প্রদান। বৃদ্ধি কর আপনার করুণার মান॥ তাহা হলে সত্য পথে করিতে গমন। অনায়াসে পারিবে এ অকিঞ্চন জন॥

দুর্গা ভবে এবার পাঠাইয়াছিলে খেল্‌তে কেবল ভব তাস। আমি সে তাসও খেল্‌ব ভাল বড় ছিল আশ। মা আমার সে আশায় নৈরাস করে রঙ্গে দেওয়ালে পাস। আমি ভেবে ছিলাম এবার জীতবো বাজি পেএ ৪ টেক্কা। আমার বাজি, জেতা দূরে থাকুক ঘাড়ে হলো এক পাঞ্জা আর ছক্কা। তার লাগি দেখ্‌ছি সদা খেতে হবে ধাক্কা। এক্ষণে উদাসীনের এই নিবেদনসে পায় যেন ওচরণ। যাতে উঠাবে মোর পাঞ্জা ছক্কা। খেদাবে সেই বাজির ধাক্কা। আসিব না আর খেল্‌তে পোড়া ভব তাস॥

দুর্গা মা আমি বুঝি বুঝি কিছু যে না বুঝি এমন কিছু নয়। পাষাণ হৃদয়া হয়ে তুমি পাঠাইয়াছ মোরে ওপোড়া ভব ধূলায়। একেত মোর ক্ষতি নাই খেল্‌তে ধূলি এ ভবে। দিয়াছ ভাল ৬ কুসঙ্গী সেইটি ভাবে। তাদের আর স্থান নাই খেল্‌তে ধূলি ওপারে। সদা আসে দেয় ধূলি মোর জ্ঞান চক্ষু ভবে। একেত মোর তরি হয়েছে অতি জীর্ণ। হারাইলাম তাহে চক্ষুটি ছিল যেন স্বর্ণ। যা হবার তা হলো মাগো এ পারে। তখন পার কর চরণ দিয়া ওপারে। নচেৎ হাবি ডুবি খেয়ে মা মরিব এবার এ পারে॥

দুর্গা মা ভব কষ্ট সহ্য করা হয়েছে অতি ভার। তোমার উদাসীন ছেলের সহ্যতো না হয় গো আর। সে যে ভেবে ভেবে দিন দিন হয়ে গেল সার। দেখেছে সকলি অসার মা তুমিই কেবল সার। একেত হয়েছি মা স্বদেশ হতে সতন্তর। পরিশেষে হলেম রে মা নিজ মন হতেও অন্তর। যা হউক তা হউক মা গো এখন কৃপা কোরে লও আমায় দুর্গাপুর। যে থাকিব সদানন্দে মনে নিজ পুর। আস্‌বো না আর পোড়া ইশফ পুর॥

দুর্গা যদি পুরাও আশা তবে সকল আশা পূর্ণ হবে। নচেৎ ভবের আশা আমার আসার আশা সে কেবল আশা মাত্র হবে।

মন। দুর্গা কে ও তিনি কোথায়, তাহার আকার কি আর তাহার শরণাগতে আমাদের কি ফল হইবে?

পরমেশ্বর দুর্গা অসুরকে বধ করিয়া তাহার প্রার্থনানুসারে দুর্গা নাম ধারণ করিয়াছেন ও সকল দেবতা যে তিনি ইহা দেখাইবার কারণ তাহারদিগের তেজে তেঁহ প্রকৃতিরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং দশদিগে যে তিনি অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপি বিষ্ণু ইহা দেখাইবার কারণ ১০ ভুজা হইয়াছিলেন। হরিও তিনি হরও তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী তিনি মাতা পিতা বিশ্বনাথ আদি সকলি সেই এক পরব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং। দুর্গা বিজ্ঞান ময়, জড় পদার্থ নহেন; চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি সত্য স্বরূপ, সত্য পথে না থাকিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি প্রীতি স্বরূপ হৃদয় প্রীতিরসে আর্দ্র না হইলে তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। তিনি পবিত্র

স্বরূপ, পুণ্য সলিলে আত্মা পবিত্র না হইলে তাঁহাকে স্পর্শ করা যায় না। তিনি কর্ম্মশীল কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত তাঁহার সহিত সম্মিলনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সত্য ও মিথ্যা, প্রীতি ও শূন্যতা. পুণ্য ও পাপ এবং কর্ম্ম ও আলস্য আমাদের চরিত্রে মিশ্রিত হইয়া আছে। যদি এইরূপ চরিত্র লইয়াই আমরা পরিতৃপ্ত থাকি, তবে কি আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি যে সেই পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিব? যেরূপ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয়, তাহা না করিয়াও কি আমরা সেবকের সকল ফললাভ করিতে সমর্থ হইব। আমরা অধিকাংশ সময় দুর্গার সেবা পরিত্যাগ করিয়া আপনাকেই সেবা করিয়া থাকি। ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছার সহিত আমাদের মলিন কামনার মিল হয় না, ইহা আমরা পদে পদে প্রত্যক্ষ করিতেছি; তথাপি সেই ক্ষুদ্র কামনা সকল কি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি তবে কি ভরসায় তাঁহার সহিত সম্মিলনের আশা করিতেছি? ভরসা আমাদের কিছুই নাই যোগ্যতা আমাদের কিছুই নাই কিন্তু এ অবস্থায় তাঁহাকে না ডাকিয়া আমরা আর কি করিব? এই জন্যই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি এবং তাঁহারই সাহায্য লইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব হিন্দু ধর্ম্ম হইতে এই আশা প্রাপ্ত হইয়াছি।

দুর্গা চিরকালই আমাদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন; কিন্তু আমরা জীবনের অনেক অংশ তাঁহাকে বিস্মৃতি হইয়া অতিবাহিত করিয়াছি। যদিও পৃথিবীর কোন পদার্থ এক দিনের নিমিত্তেও হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে নাই, তথাপি পৃথিবীর

সুখই সর্ব্বস্ব বলিয়া যত দিন মুগ্ধ ছিলাম, তত দিন সমুদায় আশা এই সংকীর্ণ সংসারেই আবদ্ধ ছিল। ইচ্ছা করিতাম সংসারের জয় লাভ করিতে পারিলেই জীবন চরিতার্থ হইল। যে অবধি সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তদবধি এই সংসারের সমুদায় সুখ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সংসারের সুখে হৃদয় আর পরিতৃপ্ত হয় না। যাঁর সংসার তিনিই ইহাতে তৃপ্তি লাভ করিতেছেন আমাদের তৃপ্তি লাভের কারণ এখানে কিছুই নাই। যাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখি, তাঁহাকেই বিলাপ করিতে দেখিতে পাই। সংসারের সুখ মরীচিকার ন্যায় মনুষ্যগণকে প্রতারিত করিতেছে আমরা আপনারাই বুদ্ধি দোষে প্রতারিত হইতেছি; কেননা সংসারে যাহা নাই; তাহাই সংসারে অনুসন্ধান করিতেছি।

এই পৃথিবী ও এই শরীর আমাদের চিরকালের জন্যে নহে। এখানকার আমোদ প্রমোদ, মান সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও ধনঐশ্বর্য্য আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবে, নিশ্চয়ই এক সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। আমি, আমরা, পরিশেষে কোথায় যাইব, কিছুই জানি না। আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এখানে কত দিন অবস্থিতি করিতে হইবে, তাহা কেহই জানে না। কেহই জানে না কোন দিন এই সংসারের দিন অবসন্ন হইবে; কোন দিন সেই কাল আসিয়া আমাদিগকে পৃথিবীর ক্রোড় হইতে অপহরণ করিবে। তখন হাস্য কোলাহল হাহাকারে পরিণত হইবে, আমোদ প্রমোদ স্তব্ধ হইয়া থাকিবে, এই শরীর চিরকালের

জন্য শয়ন করিবে। তখন আমার, ও আমাদের কি অবস্থা উপস্থিত হইবে? এখন আমরা যাহা কিছু করিতেছি, তাহার ফলাফল হয় তো কিছুই ভাবিতেছি না কিন্তু একটি ক্ষুদ্র চিন্তা ও একটি ক্ষুদ্র কর্ম্মও কদাপি বিফল হইয়া যাইবে না। প্রতি ব্যক্তিকে তাঁহার শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সদসৎগতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। যে পরিমাণে পাপ, সেই পরিমাণে সন্তাপ এবং যে পরিমাণে সন্তাপ, সেই পরিমাণে ক্রন্দন ইহা নিশ্চয় তাহা জানিয়া শুনিয়াও দুর্গাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মসুখেই নিমগ্ন থাকিব? হে সংসারাসক্ত মন! বিবেচনা করিয়াছ কি সংসারের যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা আর কিছুই নাই? অন্ন বস্ত্রের অভাব ভিন্ন আর আমাদের অভাব নাই? সংসার ভিন্ন আর চিন্তার বিষয় নাই? একবার চক্ষুকে মুদিত কর; অন্তরে দৃষ্টিপাত কর; আত্মকৃত কর্ম্মের ফল আপনাতে কি ফলিতেছে, পরীক্ষা কর। পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিবার সময় কি লইয়া যাইব, একবার আলোচনা কর। প্রিয় শরীর পর্য্যন্ত সঙ্গে লইতে সমর্থ হইব না একাকী আসিয়াছিলাম, একাকী চলিয়া যাইব। তখন আপনার ভাগ্য আর সংসারের উপর থাকিবে না, তখন আপনার ভাগ্য আপনাতে বিদ্যমান দেখিব। ভাবিয়া দেখ. তাহা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য হইবে। ধন ঐশ্বর্য্য আমার নয়, মান সম্ভ্রম আমার নয়; এখানে যাহা লইয়া ভাগ্যের বিচার হয়, তাহার কিছুই আমি লইতে পারিব না। যতক্ষণ এই শরীরে অবস্থান করিতেছি, উহাঁ কেবল ততক্ষণের জন্য; তার পর আর কিছুইপাইব না। কেবল দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে থাকি-

বে; এবং তাঁহার উপরেই আমাদের সুখ ও সৌভাগ্য শান্তি ও আরাম নির্ভর করিবে। এখানে আমাদের প্রতি কর্ম্ম ও প্রতি চিন্তা আত্মার সেই চরিত্র নির্ম্মাণ করিতেছে। অতএব এখন অবধিই প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ সাবধান হইয়া চিন্তা কর ও সাবধান হইয়া কর্ম্ম কর। চিন্তা ও কর্ম্ম দ্বারা আমাদের চরিত্রে এত বিন্দু বিন্দু করিয়া পাপ মলা প্রবিষ্ট হইতে পারে যে আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু সেই সমস্ত বিন্দু বিন্দু পাপ একত্র হওত রাশীকৃত হইয়া যখন প্রাণকে দগ্ধ করিতে থাকিবে, তখন হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে। কেহই তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না। যখন রোগী বিকার যন্ত্রণায় অস্থির হইতে থাকে, অনবরত গাত্র দাহ হয়, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায় ও শরীরের প্রতি বিন্দু হইতে ক্লেশরাশী উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন ধন জন, গৃহ সম্পত্তি ও মান মর্য্যাদা কি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিবে? সেই বিকারের যন্ত্রণা মনে করিয়া দেখ, কিন্তু শরীরের রোগ অপেক্ষা প্রাণের রোগ আরো ভয়ানক। মৃত্যু হইলেই শরীর রোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। যত দিন আমাদের রক্ত সতেজ থাকে, ততদিন নানা কুপথ্য করিয়াও হয়তো সুস্থ থাকিতে পারি, কিন্তু প্রতি কুপথ্যেই আমাদের অজ্ঞাতসারে বিন্দু বিন্দু করিয়া স্বাস্থ্যের ভঙ্গ হইতে থাকে; পরিশেষে এক সময়ে সমুদায় কুপথ্যের প্রতিফল একত্র হইয়া আমাদিগকে অনিবার্য্য রোগে আক্রমণ করে ও আমাদের শরীরকে একেবারে ভস্ম করিয়া ফেলে। সেইরূপ এখন আমরা কিছুই ভাবি না, কিছুই

মনে করি না, যা ইচ্ছা করিতেছি; বিনয় কর্ম্মের ব্যস্ততা, আমোদ প্রমোদের কোলাহল ও মান মর্য্যাদার আড়ম্বরে অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করিতেছি; সুখের উপর সুখ, আনন্দের উপর আনন্দ ও জয়ের উপর জয় লাভ করিতেছি, কিন্তু দুর্গাকে প্রতারণা করিবার উপায় নাই। তাঁহার অব্যর্থ নিয়মানুসারে প্রতি দুষ্কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মাতে পাপ মলা অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইতেছে। যখন সেই পাপের ভড়া পূর্ণ হইবে, তখন আমাদের সমুদায় সুখ সৌভাগ্য দুঃখ সলিলে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। প্রাণে সঙ্কট রোগ উৎপন্ন হইবে, রোগির যন্ত্রণা অপেক্ষা শত গুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। মৃত্যু হইলেই শরীরের রোগ অবসান হয়; কিন্তু প্রাণের মৃত্যু নাই, যতক্ষণ প্রাণ নিষ্পাপ না হইবে, ততক্ষণ আর কিছুতেই নিস্তার নাই। কিন্তু হায়! এখন বল থাকিতে থাকিতে যদি সেই আদ্যাশক্তি সর্ব্বমঙ্গলার শরণাপন্ন না হইলাম, তবে যখন বিকারের যন্ত্রণায় অস্থির হইতে থাকিব, তখন কি সেই অমৃতসাগরে অবগাহন করিবার সামর্থ্য থাকিবে? যতক্ষণ পাপের শেষ না হইবে, প্রাণ যতক্ষণ স্বাস্থ্য লাভ না করিবে, ততক্ষণ তাহাকে সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে॥

কেবল দুর্গার শরণাপন্ন হওয়া পাপ হইতে পরিত্রাণের এক মাত্র উপায়। সংসারের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া যদি তাঁহার সেবক হইতে পারি, তাঁহার ইচ্ছার উপরে আত্ম সমর্পণ করি তাহার বিরুদ্ধে আর চলিব না এই বলিয়া আপনার দোষ দুষ্ট অভ্যাস সকল পরিত্যাগ করি,

কায়মনোবাক্যে তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকি, তবে সেই করুণাময়ের প্রসাদে পুনর্ব্বার পবিত্র হইতে পারি। তিনি শরণাগতবৎসল ও পতিতপাবন এই ভাবিয়া আমি তাহার শরণাপন্ন হইয়াছি সংসারের সমুদায় কর্ম্ম তাহারই উদ্দেশে সম্পান্ন করিবার নিমিত্ত আমরা দুর্গোৎসব অবলম্বন করিয়াছি।

সুখ ও দুঃখ, সম্পদ বিপদ, উন্নতি ও পতন, সকলের মধ্যেই সেই অখিল মাতার সুকোমল মাতৃভাব উপলব্ধি করিতেছি। এক এক বৎসরে এক এক নূতন বেশধারণ করিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এবং আমাদিগকে কত বিচিত্র অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। কিন্তু সেই পুরাতন আদ্যাশক্তি চিরদিন সমান স্নেহে আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমার প্রার্থনা এই যে তাঁহার পবিত্র নামে সকল প্রাণির উপজীবিকা হউক।

মন কহিতেছেন সকল দেবতা যে সেই পরব্রহ্ম দুর্গা তাহা আমি বিশ্বাস করি না যদি কোন নজির কি প্রমাণ দেখাইতে পার তবে আমি অবশ্য মান্য করিব।

উদাসীন কহিতেছেন যে নারদপঞ্চরাত্র, সূর্য্যরহস্য, মন্ত্রপ্রদীপ, মহাকাল সংহিতা, ভবিষ্যৎ পুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণাদি গ্রন্থে, একব্রহ্ম বিশেষণ দ্বারা ইত্যাদি দেবরূপকে বিশেষ্য করিয়া স্তব করেন, সুতরাং ভ্রান্তি বশতঃ অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ভিন্ন ভিন্ন দেবরূপকে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে, বিজ্ঞ লোকের সে ভ্রান্তি নাই। ফলিতার্থ এই সকল বিশেষণ দ্বারা এক পর-

ব্রহ্মই বিশেষ্য হইয়াছেন, ইহাতে সংশয় করাই মূঢ়তার এক প্রধান কারণ হয়। এতদ্ভিন্ন দেবতাদিগের নামের অর্থেও ব্রহ্মতা সিদ্ধি আছে, অর্থাৎ সকল শব্দই (ব্রহ্মবাচক, যথা বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গাদি নামার্থে আত্মাকে বুঝায়। বিষ্ণু শব্দে বিশ্বব্যাপক, বিষ ব্যাপ্তি (ণ) আত্মা (উ) চৈতন্য। আত্মা চৈতন্য স্বরূপ বিশ্বব্যাপক। ইহাতে বিষ্ণু শব্দে পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কি বুঝায়॥

কৃষ্ণ। ব্রহ্মবাচক (ক) অনন্ত বাচক ঋ। মঙ্গল বাচক (ষ)। জ্ঞান বাচক (ণ) ইহাতে কৃষ্ণ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। এ অর্থে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি বুঝায়? অন্য। কৃষ শব্দে উৎপত্তি, ণ কারে নিবৃত্তি, অর্থাৎ যাহাতে উৎপত্তি যাহাতে লয় তাহার নাম কৃষ্ণ। ইত্যর্থেও ব্রহ্ম বুঝায়॥

সূর্য্য। সৃ গত্যর্থে ঋ স্থলে উর। উ শব্দে গমন। রকারে অগ্নি (য) স্বরূপ। অর্থাৎ তেজ স্বরূপ, শুদ্ধ জ্যোতিঃ সরূপে সর্ব্বত্র যিনি তাঁহার নাম সূর্য্য ইত্যর্থে তেজ স্বরূপ পরমাত্মাই জ্যোতিঃ ব্রহ্ম। যথা "ব্রহ্মজ্যোতি রসোঽমৃতমিতি" শ্রুতিঃ। সুতরাং সূর্য্য শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায়।

ভৈরব। (ভী) ভয়। (ভীরু) ভয়যুক্ত। (ব) পালক। ভীত ব্যক্তিকে রক্ষা যে করে তাহার নাম ভৈরব। ভয় শব্দে মৃত্যু, যিনি মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন তিনি ভৈরব। এ অর্থে পরব্রহ্ম বুঝায়। যেহেতু আত্মার শ্রবণ মনন নিদি ধ্যাসন ধ্যানাদি দ্বারা জগৎকে এক না দেখিলে অভয় হয় না। যথা শ্রুতিঃ। (দ্বিতীয়া দ্বৈ ভয়ং ভবতীতি) সুতরাং ভৈরব শব্দ ব্রহ্মবাচক ইহাতে সংশয় নাই।

কালী। (কাল) অখণ্ড দণ্ডায়মান (ঈ) স্বরূপ। অর্থাৎ কাল স্বরূপা কালী। ইহাতেও পরব্রহ্ম বুঝায়। অন্যচ্চ। (ক) ব্রহ্মা (ল) পৃথ্বী (আ) তৎঅন্তঃস্থ আকাশ। (ঈ) ঈক্ষণ। এতদক্ষর সমষ্টিতে কালী শব্দ নির্গত হয়। অর্থাৎ ভূরাদি সত্য লোক পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে যিনি অবলোকন করেন তাহার নাম কালী। সুতরাং সর্ব্বদৃক্‌ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য নহে॥

তারা। (তার) তারণ (আ) কর্ত্রী। ইত্যর্থে তারা; যিনি নিস্তারকারিণী হয়েন। ইহাতেও তারা শব্দ ব্রহ্মবাচক হয়। ষোড়শী (ষোড়) ষোড়শ। (শ) বিকার লয়। (ঈ) ঈক্ষণ একাদশ ইন্দ্রিয় ভূতপঞ্চক এই ষোড়শ বিকার যাহাতে লয় পায়। এবং এই সমস্তকে যিনি দেখেন তাঁহার নাম ষোড়শী. ইত্যর্থে ষোড়শী শব্দ পরব্রহ্মবাচক হয়। অন্যচ্চ ষোড়শ শব্দে একাদি ষোল গণ্য। ঈ শব্দে কলাকে বুঝায়। ইত্যর্থে ষোড়শকল পরমাত্মাকে বলে। শ্রুতি কহেন যিনি ষোড়শকল তিনিই ব্রহ্ম। ইহাতেও ষোড়শী শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়।

যে শ্যাম সেই শ্যামা যে শ্যাম সেই হরি যে হরি সেই হর যে হরি সেই রাম ও জগন্নাথ যে জগন্নাথ সেই জনার্দ্দন যে জনার্দ্দন সেই নবগ্রহ॥ ইংরাজি ক্ষেত্রতত্ত্বে লিখিত আছে যে এক অন্যের সহিত তুল্য হইলে সকলি এক হয়। সুতরাং সকল দেবতা এক পরমাত্মার স্বরূপ বিধায় সকলি যে এক তাহার আর সন্দেহ নাই এই রূপ সকল দেবী উল্লিখিত আদ্যাশক্তি কালীর বহুরূপ যথা যে কালী সেই ভগবতী যে ভগবতী সেই লক্ষ্মী যে লক্ষ্মী সেই রাধা যে রাধা সেই সীতা যে সীতা সেই শীতলা। এই রূপ সকল দেবী এক পর-

আত্মা দুর্গার যে বহুরূপ তাহার আর সংশয় নাই॥

মন। দুর্গাকে কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উদাসীন। গুরুর স্থানে গ্রহণ করিয়া তাহার মন্ত্র। সংযত প্রযুত্ব করিবেক তন্ত্র। কায়মনো বাক্যে তাঁহার পদে ভক্তি ভাবে। অর্চ্চনা করিয়া আশ্রয় তাঁহাকে করিবে। প্রাণ মন তাহাতে যে করে সমর্পণ। তাঁহার নাম অষ্ট বার করয়ে জপন॥ তাহার প্রসঙ্গ সদা করয়ে আলাপ। তাঁহার গুণ শুনিয়া ঘুচায় কর্ণ তাপ॥ মুমুক্ষু তাহারে বলি শুন ওরে মন। তাহারে যে ভক্তিভাবে করয় যতন॥ তাহার পুজায় সদা রত যার মন। সাধক উত্তম হয় জান সেই জন॥

পুজা যজ্ঞ আদি যত দৈব কর্ম্ম আছে। সকলি করিবে যথা বিধিতে লিখেছে॥ এই রূপ শাস্ত্রমত কর্ম্ম কাণ্ড করে। নির্ম্মল হইলে মন দৃঢ় ভক্তি ভরে॥ আত্মজ্ঞান প্রতি যত্ন সর্ব্বদা থাকিবে। তাহাতে ধর্ম্মজ্ঞজন মুক্তি পদ পাবে॥ পুত্র মিত্রাআদি আছে যত বন্ধুগণ। তাহাতে আসক্ত চিত্ত না হবে কখন॥ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে আছে সার যত॥ মনোনিবেশ করিয়া তাহাতে হবে রত॥ সকল করিবে ত্যাগ কামক্রোধ যত। কাহার হিংসাতে কভু না হইবে রত॥ এই রূপযেই জন কৃতকর্ম্মা হয়। আত্মজ্ঞান পায় সেই নাহিক সংশয়॥ যে কালে শুনহ মম মন মহাশয়। আত্মার প্রত্যক্ষ অনুভব মনে হয়॥ নিশ্চয় জানিবে মুক্তি সেই কালে ঘটে। কহিনু যথার্থ কথা সত্য সত্য বটে॥ কিন্তু মন ভক্তি পরাঙ্মুখ যেবা নর।

তাহাদের ওই জ্ঞান হওয়া অতি ভার॥ সেই হেতু দুর্গাতে মুমুক্ষু লোক সবে। যত্ন কোরে অতিশয় ভক্তিযুক্ত হবে॥

বুদ্ধি প্রাণ মন দেহ আর অহঙ্কার। ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ তিনি সভাকার॥ দ্বিতীয় রহিত চিদানন্দ আত্মা তিনি। তাহা হতে ত্রিজগতে নাহি আর স্বামি॥ যে জ্ঞান হইতে হয় এরূপ নিশ্চয়। অহং বিদ্যা পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥ বিদ্যা বলি তাহারেই শুন ওরে মন। ওই বিদ্যা অবিদ্যারে করিয়া হরণ॥ মুক্তিপদ জাবে দিয়া ঘুচায় সংসার। অনঙ্গঃ সুপ্রভঃ পূর্ণঃ সত্ত্বজ্ঞানাদি লক্ষণঃ। এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সর্ব্বদেহে গত পরঃ।

অঙ্গহীন প্রভা বিনা শূন্য অভিলাষ। নিত্য জ্ঞান আদি চিহ্ন বিশ্বের আবাস। সকলের পরাৎপর দ্বিতীয়া রহিত। দুর্গা মা একাকী কিন্তু সর্ব্বদেহ গত॥ প্রকাশরূপেতে দেহ করে দীপ্তিমান। ওইদেহ দেহিরূপে তিনি স্বয়ং জান॥ আত্মার স্বরূপ এই শুন ওহে মন। কহিলাম তব স্থানে করহে শ্রবণ॥ অতএব একচিত্ত হইয়া সর্ব্ব নর। সদা চিন্তা করিবেক পরমআত্মার॥ রাগ আদি দ্বেষ হতে পাপ কর্ম্ম হয়। স্বপর করিয়া ভেদ ভাল মন্দ কয়॥ ওইপাপ কর্ম্ম হতে পুনর্ব্বার নর। স্মরণ করয়ে মন্দ বলেছে বিস্তর। এইরূপে পরস্পর বহুদুঃখ পায়। একারণ ঐজ্ঞান ত্যজিবে হে নিশ্চয়। রাগাদি রিপু তারা করে অপকার। তবে নর কেন তায় এত সহে ভার। তাহার মধ্যেতে রাগ দ্বেষ অতিশয়। রাগে রাগ দ্বেষে দ্বেষ কেনই না হয়॥ অপকার মম মন কেবা কার করে। ভক্তিই পরম ধন যেই জন স্মরে॥

করিবে বিচার তুমি সত্বর তাহার। বিচার করিলে দোষ না হবে আর॥ দ্বেষ হেতু মনস্তাপ অতিশয় পায়। সংসার বন্ধন দ্বেষ জানহ নিশ্চয়॥ মোক্ষের ব্যাঘাৎ ওই দ্বেষ নিজে করে। তত্ত্ব করে পরিত্যাগ করিবেক তারে॥ বিচার করিয়া তত্ত্ব করে বিচক্ষণ। মোহ ত্যাগ করি করে ব্রহ্ম আলাপন ভাল মন্দ॥ পথে জীব বিবেচক হৈয়া। সুখী হয় মম মন রিপু হারাইয়া।

দেহ হেতু মনস্তাপ পায় লোক যত। সংসার কারণ দেহ বেদে অবগত॥ দেহের কারণ যথা কর্ম্ম দুই হয়। ওই কর্ম্মে সত্বে জীব মুক্তি ভাগী নয়॥ পাপ আর পুণ্য রূপ কর্ম্ম দুই মন। দুই অংশ অনুসারে জীব দেহ হন্॥ সুখ দুঃখ দুয়ের কারণ অনুভব। দিবারাত্র যেমন অলঙ্ঘ্য গতি সব॥ স্বর্গাদি কামনা করে পুণ্য কর্ম্ম করে। যপ যজ্ঞ তপ হোম বিধি অনুসারে॥ স্বর্গ পেয়ে সুখী হয়ে পুন ভূমিতলে। পড়ে নর সত্বর কামনা কর্ম্ম বলে॥ সেই হেতু সাধু সঙ্গ করিবেক নর। ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাসেতে হইবে তৎপর॥ কুসঙ্গ করিলে ভঙ্গ সুখ সঙ্গা পাবে। ফল সঙ্গ বিবেচক ক্রমেতে ছাড়িবে॥

মন। বিষয়ের সেবা যারা নিরন্তর করে। তাহাদের কি হইবেক হে পরে?॥

উদাসীন। বিষয়ের সেবা যারা নিরন্তর করে। নিষ্কৃতি নাহিক পায় জন্মে আর মরে॥ মন তুমি যদি এই সংসার সাগর। দুঃখ হতে ইচ্ছা কর পাইতে নিস্তার॥ তবে ব্রহ্ম রূপ জ্ঞানরূপ পথ ধর। দুর্গাতে সুভক্তি ভাবে আরাধনা কর॥

মন। কি রূপেএ দেহের মায়া ত্যাগ করিব ?

উদাসীন। দেহাদি হইতে ভিন্ন আত্মাকে করিতে। নিশ্চয় করগে বুদ্ধি নিজ অন্তরেতে। তখনি দেহাদি মিথ্যা জ্ঞান করে মন। তাহার মমতা ত্যাগে হইবে তারণ।

মন। দুর্গা সত্য বহুরূপ ও বহুরূপিণী কিন্তু মুক্তি হেতু আমি তাঁহার কোন্ রূপ চিন্তা করিব ?

উদাসীন। রূপং হে নিষ্কলঙ্কংসূক্ষ্মং সুনির্ম্মলং নিগুর্ণং পরম জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপক কারণং নির্ব্বিকল্পং নিরারম্ভং সচ্চিদানন্দবিগ্রহংধ্যেয়ংমুমুক্ষুভিস্তাৎদেহবন্ধবিমুক্তয়ে।

নিষ্কলঙ্ক দুর্গারূপ সূক্ষ্ম ব্রহ্মময়। সুনির্ম্মল নিপুণ বাক্যের গম্য নয়॥ পরাৎপর প্রভাকর সর্ব্ব বীজ হেতু। এক রূপে শিব ভাবে যেন শোভা কেতু॥ বিকার নাহিক নাই আরম্ভ তাহার। নিত্যানন্দ সুখময় বিগ্রহ আকার॥ দেহ রূপ বন্ধন বিমুক্তি হেতু সব। এই রূপ ধ্যান করিবে হে মানব॥ সকল বস্তুতে আছে দুর্গার অধিষ্ঠান। জানিবে জনক যবে যাবে ভব ভান॥ দৃঢ় ভক্তি করা যুক্তি মুক্তি লাগি মন। শিব উক্তি মহাশক্তি যাতে সর্ব্বক্ষণ॥ ত্রিগুণের অধীন নহে তিনি ওরে মন। হৃদি মাঝে করে বাস করেন তারণ॥ এই রূপ জ্ঞানরূপ দুর্গা রূপ হয়। পরম অব্যয় বেদে অদ্বিতীয় কয়॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব শক্তি ব্রহ্ম আদি যত। নাম রূপ ভিন্ন মাত্র দুর্গাতে অর্পিত॥

মন। কহিতেছেন গুরুর স্থানে দুর্গার সাকার রূপের মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া মুক্তি হেতু তাহার এই জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার রূপ আমি ধ্যান করিব।

উদাসীন। না ভাই তিনি স্বয়ং বলেছেন যে গুরু ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না অতএব তুমি যাহা ভেবেছ তাহাতে তাঁহার আদেশ অপালন হইয়া নিষ্ফলভোগী হইবে সে যেমন বর্ত্তমান নররাজ পুরুষদিগের নিকট দশ সহস্র মুদ্রার মকদ্দমা হইলে তাহা প্রথমে সবর্ডিনেট জজ অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীস্থ জজ আদালতে ১৮৬৮ সালের ১৬ আইন মতে উপস্থিত করিতে হয়। পরে তাহার জাবেতা আপিল ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৩৩ ধারামতে হাইকোর্টে হইবে পরে তাহার খাষ আপীল পেটেণ্ট লেটার অনুযায়িক প্রিভিকৌন্‌সেলে হওত সূক্ষ্ম বিচার হইয়া চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু এই সকল বিধির বিপরীতে তুমি একেবারে সূক্ষ্ম ও চূড়ান্ত বিচারের জন্য শ্রীশ্রীমতি মহারাণার কৌন্‌সেলে আরজি দাখিল করিলে তাহা নামঞ্জুর হইয়া কেবল অর্থ ও সময় নষ্ট হইয়া ১৮৫৯ সালের ১৪ আইন মতে তোমার তামাদি দোষ বর্ত্তিয়া নিষ্ফল হইবে। অতএব গুরু তোমাকে যেরূপ উপদেশ দেন সেইরূপ করিবা তাহাতে তোমার দুর্গা লাভ হইবেক কারণ সকলি যে তিনি তাহার জ্যোতি ছাড়া কিছুই নাই। সকল শব্দ অর্থ দেব দেবী জীব ব্রহ্ম আদি সকলেতে তাহার অধিষ্ঠান কারণ তাঁহার শক্তি ভিন্ন জীব কাহার শক্তিতে ভ্রমণ করে, তাঁহার শক্তিভিন্ন কিরূপে বাক্য কহে এবং সে বাক্য কোথা হইতে আইল। মূলাধারে কুণ্ডলিনীরূপে তিনি বাক্য উৎপত্তি করেন। সকল দেব দেবী কেবল জীবের মুক্তি ও বিশ্বাসহেতু বহুরূপ মাত্র যেমন

যাত্রার দলে গুণবান্ বালক এক বার রাম একবার হরি একবার রাধা একবার সীতা প্রভৃতি নানা রূপধারণ করে।

সৃষ্টির কারণ তিনি ইচ্ছা করে মন। আপনি আপন রূপ দুইভাগ করেছেন॥ এক ভাগ পুরুষ অপর ভাগ নারী। এরূপ হইয়া অংশী বিহার সে নারী॥

প্রধান পুরুষ শিব শিবা শক্তি পর। একব্রহ্ম নহে দুই জন্ম মৃত্যু হর॥ শিব শক্ত্যাত্মক ব্রহ্ম তত্ত্ববিৎযোগী। তাহাকেই পরাৎপর কয় এই লাগি॥ আপন ইচ্ছায় ত্রিজগৎ চরাচরে। ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন রজগুণ ধরে॥ মহা রুদ্র বেশে শেষ করেন হে সংহার। তমগুণে কিছু মনে দয়া নাহি যার॥

দুষ্টের দমন হেতু শুন ওরে মন। পরম পুরুষ বিষ্ণু রূপ করেছেন॥ বিষ্ণু রূপে জগতের করিতে পালন। সত্য রূপ শান্ত মুর্ত্তি ধরেন তখন।

মন। দূর্গার কোন সাকার রূপ আমি চিন্তা করিব।

উদাসীন। শাক্ত কি বৈষ্ণব যে মন্ত্রেতে উপাসক হও বুদ্ধি আদি তাহাতে করিবা হে সমর্পণ। তাহাকে পাইবা শেষ নিশ্চিত তখন॥

তাহাকে পাইয়া নর জন্ম পুনরায়। নাহি পায় কদাচ এই ভব ধুলায়॥ ধর্ম্ম অতিশয় দুঃখালয় নিত্য নয়। তাহার যাতনা কিছু নাহি আর পায়॥ একচিত্ত হয়ে যারা সর্ব্বদা দুর্গাকে। প্রতিদিন দুর্গাধীন ভক্তি করে ডাকে॥ ভক্তিযুক্ত যোগী তারা হয় ওরে মন। তাহাদের অবশ্য তিনি করেন তারণ॥

যেই নর অন্তঃকালে ভক্তি যুক্ত হৈয়া। প্রাণ পরিত্যাগ করে তাহাকে ভাবিয়া॥ সেই নর সংসার সাগর দুঃখ বেগে। নাহি পড়ে কদাচ মরিলে ভক্তি যোগে॥ অনন্য করিয়া চিত্ত ভক্তি যুক্ত হৈয়া। যাহারা তাহাকে ভজে আনন্দিত হৈয়া॥ তাহাদের নিত্য তিনি করেন তারণ। তার ভক্ত জন গতি জান এই মন॥ অনায়াসে মোক্ষপদ তার রূপ মন। শক্তি তারে যারে কয় সর্ব্ব হৈতে পারেন॥

কর্ম্ম ভোজন হোম দানাদি কর্ম্ম যত। সে সকল তুমি হে করিবে বিধিমত॥ তাহাতে সকল তাহা করিয়া অর্পণ। কর্ম্ম বন্ধ হতে মুক্ত হইবে হে মন॥

দুর্গা ভক্তি হইলে না থাকে দুরাচার। ' াশুগতি হয় রতি ধর্ম্ম পাশে তার॥ অল্পে অল্পে সেই নর ধর্ম্ম পথে থাকি। তাহাকে করিয়া ভক্তি যমে দেয় ফাকি॥ তাঁহাতে সভক্তিমন্ত যেবা নর হয়। অকাট্য তাহার মুক্তি জানিবা নিশ্চয়॥ অতএব তার ভক্ত হও মম মন। সংসার সাগর হতে হবে হে তারণ॥ সেই হেতু এই মন পরাভক্তি ভাবে। তাঁহাকে ভাবহ তবে দুঃখ দূরে যাবে॥ তাহাতে অর্পণ সকল করহে সদায়। তাহার যজনে রতি কর হে নিশ্চয়॥ তাহারে পাইলে তব নিত্য সর্ব্ব হবে। সংসার সাগর দুঃখ নাহিক বাধিবে॥ দুর্গা ভক্তি পরায়ণ যেই জন হয়। সর্ব্বদা সকল স্থানে সেই পূজা পায়॥ ইন্দ্র আদি যতেক আছয়ে লোকপাল। তদাজ্ঞা বহন করে যেন দ্বারপাল॥ সাক্ষাৎ দেবীর তুষ্টি হেতু সেই জন। স্বয়ং মহেশ্বরী

কলা হয় ওরে মন॥ ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ তাপ আছে যত। তাহার শরীরে নাশ পায় কত শত॥

মন কহিতেছেন এরূপ দয়াময়ীর অবশ্য আমি পুজা ধ্যান করিব এবং অন্য ব্যক্তিদিগকে আমি তাহার শরণাগত হইতে লওয়াইব।

জীব কহিতেছেন না ভাই তিনি সর্ব্বব্যাপনী সকল শব্দ অর্থ ও ধর্ম্ম তিনি যাহার যে ধর্ম্ম সত্য পথে থাকিয়া তাহা পালন করিলে তাহাতে তাহার অনুগৃহীত হওয়া যায় কারণ সকল যে তিনি এক পরব্রহ্ম।

মন। অন্য ব্যক্তিরা দেব দেবীকে রহস্য করে কেন?

উদাসীন। সেদতাহারদিগের ভ্রান্তি কারণ ঈশ্বর যখন সর্ব্ব-ব্যাপী তখন দেব দেবী দূরে থাকুন্ সত্য পথে থাকিয়া একটা বৃক্ষকে অর্চ্চনা করিলে তারণ হইবে কারণ সকল বস্তুতে তাহার অধিষ্ঠান তিনি ভিন্ন কিছু নাই।

মন। ভগবতীকে কোন তীর্থ স্থানে আরাধনা করা উত্তম হয়।

উদাসীন। আবশ্যক করে না কারণ তিনি আমারদিগের হৃদয়ে বাস করিতেছেন নয়ন মুদ্রিত করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিলে তারণ হইবে প্রমাণ শিবসংহিতা।

৭০। আত্ম সংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ। হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া॥

৭১। আত্মলিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যা। দনালস্যং দিনে দিনে। তস্যাস্যাং সকল সিদ্ধি নতি কার্য্যা বিচারণা। নিরন্তর কৃতাভ্যাসাৎ ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥

অস্যার্থ

আপনার হৃদয়স্থিত সর্ব্ব-মঙ্গল-প্রদ পরমাত্মাকে ত্যাগ করিয়া বাহিরে আছেন বলিয়া যে ব্যক্তি বাহ্যিক পূজার অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি অশুদ্ধচিত্ত অর্থাৎ অতি মলিনাশয় সে কেমন যেমন আপনার হস্তস্থিত অন্নকে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া অন্নার্থী হইয়া দেশে দেশে হতবুদ্ধি জনেরা পর্য্যটন করে। ৭১ স্ব শরীর স্থ আত্মার উপাসনা প্রতিদিন যে সাধনা করে, তাহার সকল সিদ্ধি হয়, ইহা আমার আজ্ঞা, আর বিচার করিবার অপেক্ষা নাই। নিরন্তর এতদভ্যাস যোগে ৬ মাসের মধ্যেই সিদ্ধি হয়। প্রমাণ শিব সংহিতা গ্রন্থে ১২০ পৃষ্ঠা মন। ঔদাস্য হইয়া দুর্গার স্তব করিতেছেন।

নমো বিশ্ব সৃজে তুভ্যং নমস্তে বিশ্ব পালকঃ। সুখ মোক্ষ প্রদাতাচ ত্বমেব জগতঃ মাতা॥

তুমি বিশ্ব স্রষ্টা, তুমি বিশ্ব পোষ্টা, তুমি সুখ ও মোক্ষ প্রদাতা, তুমিই জগতের মাতা, তোমাকে নমস্কার করি।

হে মাতঃ! তুমি এই সংসার প্রচার করিয়াছ এইক্ষণও করিতেছ এবং পালনও করিতেছ, প্রলয় কালে সমস্ত পৃথিব্যাদিকে সংহার কর, অতএব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তোমার বিশেষ মূর্ত্তি হয় অন্য কি তুমিই সকল, সকলই তোমার বহুরূপ, তোমার স্বরূপ বর্ণনার সাধ্য নাই, সুতরাং তোমার আর স্তব কি করিব॥

ন জায়া ন পুত্র ন পুত্রী ন বন্ধু ন বৃত্তি ন কীর্ত্তি মম ইব গতিস্তং গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা দুর্গা। ন জানামি দানং নচ ধ্যান মান ন জানামি তন্ত্র ন মন্ত্রং ন যন্ত্রং ন জানামি পূজং

নচ ন্যায় জ্ঞানং গতিস্তং গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা দুর্গা। কুজায়া কুবুদ্ধি কুদাস কুবন্ধু কদাচার কুদৃষ্টি কুবাক্য কুমার্গ সদাহং গতিস্তং গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা দুর্গা। ভব পারে মহা দুঃখে ভিতৌ॥ প্রতত্ত্ব গতিস্তং গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা দুর্গা দুর্গা আর কিছুনাই এসংসারে কেবল তুমিই সার। আমার মাতা তুমি পিতা তুমি প্রাণ তুমি নাথ তুমি ধন তুমি মা। কাহারে এসংসারে দিয়াছ মা রাজ্য ভার দারিদ্রের ধন দুই-খানি চরণ হৃদয়ে যেন পরেছে হার। আমি ভ্রান্তি বশে বেড়াইছি মা কতবার। এবার অভয় চরণ লয়েছি শরণ অনা-য়াসে হইব পার॥

দুর্গা মা আমি কার প্রতি করিব মায়া কিবা ভায়া কিবা জায়া তাদের নাহিক আমায় মায়া দেখে যেমন কলার ভেয়া। সে-দিন যখন যাব আমি তায়ে না তারা করিবে মায়া॥ তুমি কেবল মহামায়া পুত্র শোকে ত্যজিবা কায়া। তাদের সঙ্গে এই সম্বন্ধ পাছে না ঘটে মড়িতে মন্দ এই গন্ধে করিবে ছন্দে ঐ ফেলতে মরে মড়ি খাটায়॥ বাটীতে যারা থাকবে সু-ভার। সুভায় লাগে করিবে খোল যে ঐ খানে মড়ি ছিল। মড়ি ছিল। মড়ি ছিল। মাগো এইত সমন্ধ এ সংসারে। তোমার ভক্ত ছেলের এই নিবেদন। তারে এইবার কর গো মা তারণ॥ দুর্গা তব চরণে আছি শরণাগত। কৃপা করি মাগো ঘুচাও মোর যাতায়ত॥ অপার সংসার পারাবারে করে ভয়। অনা-য়াসে বিনা ক্লেশে তরিবেন তায়। সেই হেতু ওগো মা তোমাকে আমি বলি যে জন্য কালের কাল হয় মহাকালী ঐ ব্রহ্মজ্ঞান উত্তম আমাকে দিয়া সাধনা করাও মোর হৃদয়ে থাকিয়া॥